

ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

স-৩৩৩৮

আগরতলা, ২১ অক্টোবর, ২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

গত ৯-১০-২০২৫ তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় ‘ভূমি বন্দোবস্ত, সরকারী দপ্তরেই ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে সরকারের ইমেজ’ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি রাজস্ব দপ্তরের নজরে এসেছে। প্রকাশিত সংবাদে শিল্প ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যে সরকারি জমি বরাদ্দ ও বন্দোবস্তের বিষয়ে বিলম্বের অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে রাজস্ব দপ্তরের পক্ষ থেকে আজ জানানো হয়েছে, ত্রিপুরা সরকার সম্পূর্ণভাবে স্বচ্ছ, নিয়মভিত্তিক জমি বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া অনুসরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৬০-এর বিধান অনুসারে পরিচালিত হয়। জমি বন্দোবস্ত প্রক্রিয়ায় মহকুমা, জেলা ও সচিবালয় স্তরে প্রস্তাবসমূহ যাচাইয়ের পর সরকারের অনুমোদনক্রমে নিয়ম / বিধি মেনে জনস্বার্থে জমির সর্বোত্তম ব্যবহার সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, উক্ত আইনের ধারা ১৪(১) অনুযায়ী সরকার কৃষির উদ্দেশ্যে বা বসতবাড়ি নির্মাণের জন্য জমি বন্দোবস্ত করতে পারে। এই ধারার অধীনে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ১৭৮টি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে, যার মোট জমির পরিমাণ ৭.১৭০ একর। একইভাবে, বর্তমান ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১২৪টি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে, যার মোট জমির পরিমাণ ৪.১৪০ একর। তদ্রূপ, ধারা ১৪(২) অনুসারে সরকার শিল্প বা জনউপযোগী যে কোনও উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট শর্তে জমি বরাদ্দ করতে পারে। এই ধারায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ৫২টি বন্দোবস্ত ইজারা দেওয়া হয়েছে, যার মোট জমির পরিমাণ ১৬৯.২৬ একর। বর্তমান ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৪৫টি বন্দোবস্ত / ইজারা দেওয়া হয়েছে, যার মোট জমির পরিমাণ ২০৯.২১ একর। উপরোক্ত তথ্য থেকে স্পষ্ট যে, প্রকাশিত সংবাদটি ভিত্তিহীন এবং জমি বরাদ্দ সংক্রান্ত যে তথ্যাদি দেওয়া হয়েছে তা সঠিক নয়। পাশাপাশি রাজস্ব দপ্তরের সচিবের অফিসে দীর্ঘমেয়াদি ভূমিবন্দোবস্ত সম্পর্কিত প্রস্তাব বকেয়া থাকার সংবাদটিও সঠিক নয়।

রাজস্ব দপ্তর থেকে এও জানানো হয়েছে যে, ‘সাংবাদিক আচরণবিধি, সংস্করণ ২০১০’-এর নির্দেশনা অনুযায়ী, ‘জনস্বার্থে প্রকাশিত কোনও প্রতিবেদন বা নিবন্ধে যদি কোনও নাগরিক বা সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ বা মন্তব্য থাকে, তবে সম্পাদককে যথাযথ যত্ন ও মনোযোগ সহকারে তার প্রকৃত তথ্য যাচাই করতে হবে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থার মতামত বা প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করতে হবে এবং প্রয়োজনে প্রতিবেদনের সঙ্গে তা সংশোধন সহ প্রকাশ করতে হবে’। কিন্তু উক্ত সংবাদটি প্রকাশের আগে দপ্তরের মতামত বা মন্তব্য গ্রহণ করা হয়নি, যা সাংবাদিক আচরণবিধির লঙ্ঘন এবং প্রতিবেদনের একতরফা দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করে।

উপরোক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে রাজস্ব দপ্তরের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট পত্রিকায় যে স্থানে মূল প্রতিবেদনটি ছাপা হয়েছিল সেখানে এই স্পষ্টিকরণটি ছাপানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
